দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 JUN 1988
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

বুয়েট ঃ শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি

।। কৈলাস সরকার ।।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) জটিলতা আরও বেড়েছে। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মধ্যে চরম দ্বিধাবিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে দীর্ঘ সাড়ে ৩ ঘন্টা বৈঠক করেও কোন সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে শিক্ষক সমিতির গতকালের সাধারণ সভা আগামী সোমবার পর্যন্ত মুলতুবি করা হয়েছে।

জানা গেছে শিক্ষক সমিতির একটি অংশ 'ইগো'-সমস্যার কারণে আন্দোলন থেকে ফিরে আসতে পারছে না। বুয়েটের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বলে সরকারের উপর অভিযোগ করায় সরকারও

বুয়েট ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

বুয়েট ঃ শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোন সাড়া দিচ্ছে না। তবে উপাচার্যের অনুরোধে বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও বিভাগীয় প্রধানগণ আগামী রোববার থেকে তাদের প্রশাসনিক কাজে যোগ দেবেন বলে জানা গেছে। এছাড়া আগামী রোববার উপাচার্য শিক্ষকদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেবেন ও তার অবস্থান বর্ণনা করবেন বলে জানা গেছে।

উপাচার্য নিজেই তার পদে বহাল আছেন কি-না সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন। পদত্যাগের পর ১ মাস অতিবাহিত হলেও তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে কি হয়নি বা গৃহীত হবে কি হবে না এবং তিনি এ পদে বহাল থাকবেন কি-না সে ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট কোন বক্তব্য পাচ্ছেন না। এ কারণে উপাচার্য সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের কোন সভা ডাকতে পারছেন না, কোন সিদ্ধান্তমূলক কাজও করতে পারছেন না।

গতকাল সকাল ১১টা হতে বিকেল আড়াইটা পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে ৩ ঘন্টাব্যাপী শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা-পর্যালোচনার পরও তারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। সূত্রমতে সভায় মোট ১৮ জন শিক্ষক বক্তব্য রাখেন। এর মধ্যে ১২ জন শিক্ষক অবিরাম কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে আগামী রোববার হতে ক্লাসে ফিরে যাওয়ার পক্ষে মতামত দেন। ৩ জন শিক্ষক তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মতামত দেন। বাকি ৩ জন শিক্ষক তাদের বক্তৃতায় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কয়েকটি প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবের সাথে তারা শর্তও জুড়ে দেন। তারা উপাচার্য ও পদত্যাগী ৪ জন সিন্ডিকেট সদস্যের সাথে আলোচনা করে ক্লাস শুরু করার প্রস্তাব করেন।

সূত্র জানায় শিক্ষকদের মধ্যে মতভিন্নতা ও দ্বিধাবিভক্তির কারণে যখন কোন সিদ্ধান্তে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তখন দু'জন শিক্ষক গোপন ব্যালটে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রস্তাব করেন, অবশ্য কারো কোন প্রস্তাবই সভায় গৃহীত হয়নি। একপর্যায়ে শিক্ষক সমিতির সভাপতি সভাকে সিদ্ধান্তহীনভাবে আগামী সোমবার পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে মতামত জানতে চাওয়া হলে তড়িৎ কৌশল বিভাগের শিক্ষক ও সমিতির সাবেক সভাপতি ডঃ আমিনুল হক ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, হাউজের মতামত না নিয়েই সভা স্থগিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি নিজের ক্ষমতাবলে সিদ্ধান্ত না দিয়ে সভা স্থগিত করেছেন।

শিক্ষক সমিতির সভার আগে উপাচার্যের সাথে বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও বিভাগীয় প্রধানদের এক বৈঠকে উপাচার্য তাদেরকে নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানান। এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তারা আগামী রোববার হতে অফিসিয়াল কার্যক্রম শুরু করবেন বলে জানা গেছে।